AUG 03 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্যদান ও মতবিনিময়ের জন্য আসেন পদচ্যুত প্রভোস্ট সুলতানা শফি (মাঝে)। (ডানে) শিক্ষক ফাতেমা বেগম, সফিউল্যাহ, নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ ও সবুর মোল্লা। (বাঁয়ে) সাবেক ভিসি অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া এবং ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল খায়ের —ভোরের কাগজ

সাবেক ভিসি ও প্রোক্টর মিথ্যাচার করেছেন

৪ সহকারী প্রোক্টরের অভিযোগ

কাগজ প্রতিবেদক : শামসুন্নাহার হলে ২৩ জুলাই গভীর রাতে কর্তব্যরত সহকারী প্রোক্টরগণ বললেন, ঐ রাতের ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন উপাচার্য এবং প্রোক্টর যা বলেছেন তা স্পষ্টতই মিথ্যাচার। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে গতকাল সাক্ষ্য দিতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তারা একথা বলেন। অপরদিকে ৪ সহকারী প্রোক্টরের ঐ রাতের ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলানো বলে উল্লেখ করেছে শামসুন্নাহার হলের নির্যাতিত ছাত্রীরা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জনৈক সহকারী প্রোক্টর বলেন, ঘটনার পর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সত্য কথা বলতে দেননি। আমাদেরকে কার্যত নজরবন্দী করে রাখা হয়। ভিসির বাসভবন থেকে আমাদের দুদিন বের হতে দেওয়া হয়নি। এমনকি হলের ঘটনা সম্পর্কে কারো কাছে মুখ খুলতে দেওয়া হয়নি। ভিসির বাসভবনের সোফায় আমরা এ সময় নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি।

অপর এক সহকারী প্রোক্টর নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমাদের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে "লিখিত বক্তব্য জমাদানের ক্ষেত্রে পদত্যাগী প্রোক্টর হস্তক্ষেপ করেছেন। আমরা তদন্ত কমিশনের কাছে

● এরপর - পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সাবেক ভিসি ও প্রোক্টর মিথ্যাচার করেছেন

● প্রথম পাতার পর

লিখিত বক্তব্য জমাদানের আগে কর্তৃপক্ষের নজর এড়ানোর জন্য পালিয়ে বেরিয়েছিলাম। তিনি আরো বলেন, লিখিত বক্তব্যে কি লিখেছি তা জানার জন্য সাবেক প্রোক্টর ড. নজরুল ইসলাম বারবার বাসায় ফোন করেছেন। লিখিত বক্তব্যের বিষয়বস্তু জানাতে দেরি হওয়ার কারণে প্রোক্টর আমাকে ফোন করে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলেছেন, 'কি দিচ্ছো তা দেখাচ্ছো না কেন'? তিনি আরো বলেন, সিনিয়র সহকারী প্রোক্টর ফাতেমা বেগমের লিখিত বক্তব্য ...শ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জোরপূর্বক নিয়ে ...। পরে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছামতো লিখিত ...ব্য তদন্ত কমিশনের কাছে জমা দিতে ...কে বাধ্য করা হয় বলে তিনি উল্লেখ ...ন। বর্তমানে নিরাপত্তাহীনতার কথা ...খ করে উক্ত সহকারী প্রোক্টর আরো ...ন, শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা ...পর্কে সাবেক ভিসি এবং প্রোক্টর সবকিছু ...নলেও তারা পরদিন কিছুই জানেন না বলে ...ত্রপত্রিকায় যে বক্তব্য দিয়েছেন তা পরিষ্কার মিথ্যাচার। সহকারী প্রোক্টরগণ বলেন, শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারণে সমগ্র জাতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমরা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছি। তারা প্রশ্ন রাখেন, এই লজ্জা আমরা কিভাবে ঢাকবো? গতকাল সাক্ষ্য দিতে আসা সহকারী প্রোক্টর শফিউল্লাহ বলেন, তার লিখিত বক্তব্যে গভীর রাতে প্রোক্টরের সঙ্গে তার ফোনালাপের বিষয়টি উল্লেখ করলে প্রোক্টর তাকে এ বিষয়টি না লেখার জন্য বলেন।

সহকারী প্রোক্টর ড. নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলেন, ২৩ জুলাই রাতের ঘটনায় ভিসি, প্রোক্টর যদি সঠিক সময়ে হস্তক্ষেপ করতেন, তাহলে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতো না। তিনি বলেন, সেদিন ইতিহাসের যে কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক। সেই রাতে পুলিশ ছাত্রীদের যেভাবে নির্যাতন করেছে তা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো সভ্য সমাজে এটা কাম্য নয়।

সহকারী প্রোক্টরগণ গতকালও সাংবাদিকদের বলেছেন, ঐ রাতে পুলিশ প্রধান ফটক ভেঙে হলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। প্রচুর সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতিও তারা নিশ্চিত করেন। ছাত্রীদের ওপর পুলিশের অমানবিক, বর্বর নির্যাতন বিষয়টিও তারা উল্লেখ করেন।

এদিকে ৪ সহকারী প্রোক্টরের শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে বর্তমান পরিবর্তিত মূল্যায়নকে পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলানো হিসেবে মন্তব্য করেছেন হলের একাধিক ছাত্রী। একাধিক ছাত্রীর কাছে সহকারী প্রোক্টরদের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে বললে তারা বলেন, ঘটনার পরদিন সহকারী প্রোক্টরগণ বলেছেন পুলিশ কোনো অত্যাচার, নির্যাতন চালায়নি। সাধারণ ছাত্রীরাই সব ঝামেলা বাধিয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু উপাচার্য, প্রোক্টরের পদত্যাগের পর তারা সুর বদলে ফেলেছেন।

গতকাল ৪ সহকারী প্রোক্টর ফাতেমা বেগম, নাজমুল আহসান কলিম উল্লাহ, সবুর মোল্যা, সফিউল্লাহ তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে আসেন। তবে কমিশন গতকাল ফাতেমা বেগম এবং নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

এছাড়া তদন্ত কমিশন গতকাল সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়ার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

গতকাল শামসুন্নাহার হলের অপসারিত প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফিরও আংশিক সাক্ষ্য গ্রহণ করে তদন্ত কমিশন।